আজকের কাগজ ৪৭
তারিখ 12 AUG 1991
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪
(১৫)

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদল শিবির সংঘর্ষে ১৬ জন আহত

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গতকাল জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ও ইসলামী ছাত্র শিবির কর্মীদের মধ্যে এক সংঘর্ষে ষোলজন ছাত্র আহত হয়েছে। খবর চট্টগ্রাম থেকে সাগর বিশ্বাস ও ইউএনবি'র।

আহতদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম হিলালী ও যুগ্ম-সম্পাদক গোলাম মহিউদ্দিন ফারুক স্বপনকে গুরুতর অবস্থায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আহত অন্যরা হলেন, চাকসুর এজিএস মাহবুবুর রহমান শামীম, মোঃ মুসা, সায়েদ চৌধুরী, মাহবুব, নুরুল হুদা, টুটুল, মামুন, খাইরুল, মানসুর। এদেরকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেয়া হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসা কেন্দ্রের ডাক্তাররা ইউএনবিকে জানায়, তিনজন ছাত্রকে চিকিৎসা কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে। এদের দু'জন মাহবুবুল আলম খান ও আসিফ চৌধুরীকে শিবিরকর্মী বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সূত্রটি জানায়, শনিবার রাতে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এফ রহমান হল ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক শাহনেওয়াজ হোসেন শানুকে শিবির কর্মীরা লাঞ্ছিত করে। ঐ ঘটনার প্রতিবাদে গতকাল সকালে ছাত্রদল ক্যাম্পাসে সমাবেশ ও মিছিলের আয়োজন করে। মিছিলটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে চাকসু ভবনের কাছে এলে সশস্ত্র শিবির কর্মীরা আগ্নেয়াস্ত্রসহ মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মিছিলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। হামলার সময় কয়েক রাউন্ড গুলির শব্দ শোনা গেছে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা সংবাদদাতাকে জানিয়েছে।

ঘটনার প্রতিবাদে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য বিকেলে চাকসু ভবনের সামনে এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে। সভায় চাকসুর সাধারণ সম্পাদক আজিমুদ্দিন, ছাত্রলীগের (না-শ) সাধারণ সম্পাদক অনুপ খাস্তগীর এবং ছাত্র ইউনিয়ন নেতা অশোক বড়ুয়া বক্তৃতা করেন। নেতারা এই সন্ত্রাসী ঘটনার জন্যে ইসলামী ছাত্রশিবিরকে দায়ী করে এর উপযুক্ত বিচার দাবি করেন।

এদিকে ইসলামী ছাত্রশিবিরও এই ঘটনার প্রতিবাদে এক সভা করেছে। সভায় শিবির নেতারা ঘটনার জন্যে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলকে দায়ী করেছে।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা বিকেলে এক সংবাদ সম্মেলন করে। ছাত্রদল নেতারা এই ঘটনার জন্যে ইসলামী ছাত্রশিবির নামধারী সন্ত্রাসীদেরকে দায়ী করে এই সন্ত্রাসী মহলের হাত থেকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে মুক্ত করার জন্যে সরকারের প্রতি আহবান জানায়।

এদিকে চট্টগ্রামের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ও পুলিশ কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে উচ্চ পর্যায়ের এক প্রতিনিধিদল গতকাল উপাচার্যের সঙ্গে দেখা করেন। তারা উপাচার্যের অনুমতির প্রেক্ষিতে তাকে চট্টগ্রাম শহরে নেয়ার কথা বলেন। কিন্তু উপাচার্য এ ব্যাপারে কি মতামত দিয়েছেন তা জানা যায়নি।